গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-১ শাখা
www.ssd.gov.bd

নম্বর-৫৮.০০.০০০০.০১২.১৪.০০২.১৮-৬৩৭

তারিখঃ ১৫ আশ্বিন ১৪২৭ / ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২০

বিষয়: উত্তম চর্চা (Best practices) বিষয়ক প্রতিবেদন প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে চাহিত সুরক্ষা সেবা বিভাগ এবং অধীন অধিদপ্তরসমূহের উত্তম চর্চা বিষয়ক হালনাগাদকরণ প্রতিবেদন নির্দেশক্রমে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে ০৪ (চার) পাতা।

স্বাঃ
(মোঃ আবদুল কাদির)
উপসচিব
ফোনঃ ৪৭১২৪৩৩৭
ইমেইলঃ admin1@ssd.gov.bd

মন্ত্রিপরিষদ সচিব
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা
[দৃ:আ: সিনিয়র সহকারী সচিব (গবেষণা শাখা)]

নম্বর-৫৮.০০.০০০০.০১২.১৪.০০২.১৮-৬৩৭

তারিখঃ ১৫ আশ্বিন ১৪২৭ / ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২০

অনুলিপি:

১। অনুবিভাগ প্রধান (সকল), ----------,সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
২। অধিদপ্তর প্রধান (সকল),---------- , সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৩। জনাব মল্লিক সাঈদ মাহবুব, যুগ্মসচিব ও এপিএ টিম লিডার, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৪। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৫। প্রোগ্রামার, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য)
৬। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্ত, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

৩০-০৯-২০২০
(মোঃ আবদুল কাদির)
উপসচিব

সুরক্ষা সেবা বিভাগ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহে অনুসৃত উত্তম চর্চার বিবরণী:

১. সুরক্ষা সেবা বিভাগ:

১.১) কোভিড-১৯ মোকাবেলা ও সচেতনতার জন্য প্রত্যেক অনুবিভাগ/শাখায় পর্যাপ্ত পরিমাণ সার্জিক্যাল মাস্ক, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, হ্যান্ড গ্লাভস্ ও নিয়মিত কর্মকর্তা/কমচারীদের শরীরের তাপমাত্রা পরিমাপ করা হয়।

১.২) এ বিভাগের প্রতিটি কক্ষ জীবাণুমুক্ত করার জন্য জীবাণুনাশক যন্ত্র স্থাপন করা হয়েছে।

১.৩) করোনাভাইরাসে আক্রান্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের চিকিৎসা সংক্রান্ত সমস্যা নিরসন, তাদের খাবার-দাবার কিংবা জরুরি প্রয়োজন মোকাবেলায় দ্রুত সেবা পৌছে দেয়ার জন্য এ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ)কে আহবায়ক করে একটি কুইক রেসপন্স টিম গঠন করা হয়েছে। এ টিম যথারীতি কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে সেবা প্রদান করছে।

১.৪) এ বিভাগের প্রত্যেকটি কক্ষে স্থাপিত ফ্যান, লাইট নির্ধারিত সময়ে চালানো হয় এবং অফিস শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বন্ধ করা হয়। এছাড়া এয়ার কন্ডিশনার (AC) এর তাপমাত্রা ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস এর মধ্যে সীমিত রেখে চালানো হয়।

১.৫) কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের জন্য বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের নিমিত্ত সুবিধাজনক স্থানে ইলেকট্রিক ফিল্টার স্থাপন করা হয়েছে।

১.৬) কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী জরুরি অফিসকার্য সম্পাদনের জন্য সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে রোস্টার অনুযায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ দায়িত্ব পালন করেছেন।

১.৭) ভাল কাজের প্রনোদনা প্রদানের জন্য প্রত্যেক বছর শুদ্ধাচার পুরস্কারের নীতিমালা অনুসরণে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হচ্ছে।

১.৮) ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় নির্ধারণের বিষয়ে আন্ত: মন্ত্রণালয় সভা করে ওয়াশরুম গুলো নিয়মিত ফ্লাশ করা, ওয়াশরুমের কমোড, বালতি, মগ ইত্যাদি সঠিকভাবে রাখা, পানি জমতে না দেয়া, ময়লার বালতি নিয়মিত পরিস্কার করা ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতামূলক কার্যক্রম চলমান আছে।

২. ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর:

২.১) বাংলাদেশে আশ্রয় গ্রহণকারী রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বায়োমেট্রিক নিবন্ধন কার্যক্রম ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের জনবল কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে। এ যাবৎ ১৪,৪২,৭২৪ জন রোহিঙ্গার নিবন্ধন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। এর ফলে আশ্রয় গ্রহণকারী রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর কেউ বাংলাদেশি পাসপোর্টের জন্য আবেদন করলে সংশ্লিষ্ট ডাটাবেজ যাচাই করে সহজেই তা সঠিক ভাবে সনাক্ত করা সম্ভব হবে।

মোঃ আবদুল কাদির
উপসচিব
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

২.২) মালয়েশিয়া প্রবাসী বাংলাদেশি নাগরিকদের দ্রুত সময়ে পাসপোর্ট সেবা প্রদান এবং ঐ দেশের বাংলাদেশ মিশনকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে কুয়ালালামপুরে একটি পৃথক পাসপোর্ট সেবা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে মালয়েশিয়াতে অবস্থানরত বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশি নাগরিকের পাসপোর্ট সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করা হচ্ছে।

২.৩) পাসপোর্ট সেবা কার্যক্রম কে আরো সহজ করার লক্ষ্যে ২০১৬ সাল হতে 'পাসপোর্ট সেবা সপ্তাহ' উদযাপন করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে পাসপোর্টের আবেদন, নির্ধারিত ফি ইত্যাদি কখন, কিভাবে জমা দিতে হবে সে সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং কথিত দালাল ও মধ্যস্বত্ব ভোগীদের অযাচিত হস্তক্ষেপ হ্রাস পাচ্ছে।

২.৪) কূটনৈতিক ব্যাগের মাধ্যমে বিদেশে পাসপোর্ট প্রেরণের ক্ষেত্রে পূর্বে অনেক বেশী সময়ের প্রয়োজন হতো। এ সমস্যা সমাধান কল্পে ০২ এপ্রিল ২০১৭ তারিখ থেকে কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে বিদেশে পাসপোর্ট প্রেরণ করা হচ্ছে। এতে সময় লাগছে ২ থেকে ৫ দিন। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রবাসী বাংলাদেশিগণ বিশেষ ভাবে উপকৃত হচ্ছেন।

২.৫) পাসপোর্ট ফি জমা প্রদানের ক্ষেত্রে সেবা প্রার্থীদের হয়রানি রোধকল্পে সোনালী ব্যাংকের পাশাপাশি ঢাকা ব্যাংক, ট্রাস্ট ব্যাংক, ওয়ান ব্যাংক, প্রিমিয়ার ব্যাংক এবং ব্যাংক এশিয়ার মাধ্যমে অনলাইনে পাসপোর্ট ফি জমা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এতে হয়রানি ও জালিয়াতি রোধ করা সহজ হয়েছে।

২.৬) বিভাগীয় এবং আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস গুলোতে বীর মুক্তিযোদ্ধা, বৃদ্ধ ও অসুস্থ সেবা প্রার্থীদের জন্য অফিসের নীচ তলায় পৃথক কাউন্টারের ব্যবস্থাসহ হুইল চেয়ারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফলে উক্ত ক্যাটাগরির সেবা প্রার্থীগণ সহজে পাসপোর্টের প্রি ও বায়ো এনরোলমেন্ট সম্পন্ন করতে পারেন।

২.৭) পাসপোর্ট সেবা প্রার্থীগণ এখন অনলাইনে পাসপোর্টের আবেদন দাখিল করতে পারেন। এতে ভুল হওয়ার সুযোগ কম থাকে এবং সময়ক্ষেপণও কম হয়।

২.৮) প্রতিটি বিভাগীয় ও আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে সপ্তাহে অন্তত: ১ দিন গণশুনানী আয়োজন করা হচ্ছে। গণশুনানীর মাধ্যমে সেবা প্রার্থীদের বিভিন্ন অভিযোগ, সমস্যা সমাধানের বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ প্রহণ করা হয়ে থাকে।

২.৯) প্রতিটি বিভাগীয় ও আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে হেল্প ডেস্ক চালু করা হয়েছে। হেল্প ডেস্কের মাধ্যমে পাসপোর্ট সেবা প্রার্থীগণকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে।

২.১০) পাসপোর্টের আবেদনের উপর গৃহিত ব্যবস্থা সম্পর্কে এসএমএস'র মাধ্যমে সেবা প্রার্থীদেরকে অবহিত করা হয়। পাসপোর্টের আবেদনকারীগণ ২৬৯৬৯ নাম্বারে এসএমএস করে আবেদন পত্রের অবস্থান এবং পাসপোর্ট ইস্যু সংক্রান্ত তথ্য সম্পর্কে জানতে পারেন। পাসপোর্ট ইস্যুর কার্যক্রম সম্পন্ন হলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেবা প্রার্থীর মোবাইলে এসএমএস করা হয়।

২.১১) এমআরপি ও এমআরভি সেবা প্রার্থীগণ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে ভিজিট করে আবেদন পত্রের অবস্থান এবং পাসপোর্ট/ভিসা ইস্যু সংক্রান্ত তথ্যাদি জানতে পারেন। এর ফলে এতদ্বসংক্রান্ত সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দায়িত্বশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

২.১২) প্রতিটি বিভাগীয় এবং আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসের ফেসবুক পেজ চালু করা হয়েছে। এর মাধ্যমে পাসপোর্ট ও ভিসা সংক্রান্ত সমস্যাবলি সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ সহজে অবহিত হয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারেন।

মোঃ আবদুল কাদির
উপসচিব
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

২.১৩) বাংলাদেশ সচিবালয় ও ঢাকা সেনানিবাসে কর্মরত কর্মচারীর ও সেনা সদস্য এবং তাদের পরিবারবর্গের জন্য পাসপোর্ট সেবা সহজিকরণের লক্ষ্যে সচিবালয় ও ঢাকা সেনা নিবাসে ২টি পৃথক বুথ স্থাপন করা হয়েছে।

২.১৪) পাসপোর্ট অফিস হতে মোবাইল টিম প্রেরণের মাধ্যমে গুরুতর অসুস্থ সেবা প্রার্থীদের আবেদন গ্রহণসহ প্রি ও বায়ো এনরোলমেন্ট কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। ফলে অসুস্থ ব্যক্তিগণ অফিসে না এসে পাসপোর্ট সেবা গ্রহণ করতে সক্ষম হচ্ছেন।

২.১৪) ভিসা সেবা প্রার্থীগণকে মানসম্মত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে ইলেকট্রনিক কিউ ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। ই-টোকেনের মাধ্যমে সু-শৃঙ্খল পরিবেশে ভিসা সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এতে সেবা প্রার্থীগণের ভোগান্তি ও হয়রানি লাঘব হয়েছে।

২.১৫) ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ডের মাধ্যমে আবেদন ফরম পূরণের বিষয়ে সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। এই বোর্ড অনুসরণ করে একজন সেবা প্রার্থী কারো সহায়তা ছাড়াই নিজে নিজে আবেদন ফরম পূরণ করতে পারেন।

২.১৬) আগত সেবা প্রার্থীদের সুবিধার্থে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রসহ পৃথক ওয়েটিং রুমের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ওয়েটিং রুমে স্থাপিত টিভির মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণে নির্মিত বিশেষ নাটিকা নিয়মিত প্রচার করা হয়ে থাকে। এতে জনসচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

২.১৭) প্রধান কার্যালয়ে সাপোর্ট সেল স্থাপন করা হয়েছে। সপ্তাহে প্রতিদিন ২৪ ঘন্টা নেটওয়ার্ক কন্ট্রোল টিম ও সাপোর্ট সেলের মাধ্যমে অনলাইনে দেশে ৬৯টি অফিসে ও বিদেশস্থ ৭২টি বাংলাদেশ মিশনে এমআরপি ও এমআরভি কার্যক্রমে কারিগরি সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনে স্কাইপি ও ভাইবার ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

২.১৮) আইপি ফোনের মাধ্যমে সকল বিভাগীয়/আঞ্চলিক অফিসের সাথে যোগাযোগের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এতে আওতাধীন অফিসসমূহের কার্যক্রম তদারকি করা সহজতর হয়েছে এবং অফিসে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের যথসময়ে হাজিরা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে।

২.১৯) পবিত্র হজ্বে অংশ গ্রহণ করতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের জরুরিভিত্তিতে পাসপোর্ট প্রদানের লক্ষ্যে বিশেষ সহায়তা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এ কেন্দ্র হতে জরুরিভিত্তিতে পাসপোর্ট প্রিন্ট করে বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়।

২.২০) পাসপোর্ট সেবা গ্রহীতাদের জন্য সু-পেয় পানির ব্যবস্থা, শিশুদের ব্রেস্ট ফিডিং কর্নার ও নামাজের কক্ষ স্থাপন করা হয়েছে।

৩. কারা অধিদপ্তর:

৩.১) কারাগারে মাদকাসক্ত বন্দিদের জন্য পৃথকভাবে দেশের ৬০টি কারাগারে মাদকাসক্তি নিরাময় ইউনিট চালু রয়েছে এবং অবশিষ্ট ৮টি কারাগারে মাদকাসক্তি নিরাময় ইউনিট চালু করার কার্যক্রম ২০১২ সাল থেকে শুরু হয়ে অদ্যাবধি চলমান রয়েছে।

মোঃ আবদুল কাদির
উপসচিব
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৩.২) বন্দির আত্মীয়-স্বজন ও সেবা প্রার্থীদের সেবা প্রদান সহজতর করার লক্ষ্যে ওয়ানস্টপ সার্ভিস সেন্টার চালুর উদ্যোগ নেয়া হয়। উক্ত সার্ভিস সেন্টারে বন্দিদের সাথে সাক্ষাতের স্লিপ সংগ্রহ, পিসিতে টাকা জমা, ওকালতনামা জমা ও গ্রহণ, বন্দিদের প্রয়োজনীয় বৈধ দ্রব্যাদি (যেমন পোশাক) জমা, জামিন ও খালাস সম্পর্কিত তথ্য, মোবাইল ফোন ও ব্যাগ জমা, বন্দি সম্পর্কিত বৈধ তথ্য আনুসন্ধান, অভিযোগ নিষ্পত্তি ইত্যাদি সকল সেবা প্রদান করা হবে। ২০১২ সাল থেকে শুরু হয়ে অদ্যাবধি চলমান।

৩.৩) ২০১৮ সালে পাইলট প্রকল্প চালু হওয়ায় বন্দিদের সাথে তাদের আত্মীয় স্বজনের যোগাযোগ সহজতর হচ্ছে।

৩.৪) ১৯ এপ্রিল ২০২০ সাল থেকে মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে কারাগারে না এসে সুবিধাজনক সময় ও স্থান থেকে বন্দিদের ক্যাশে প্রয়োজনীয় অর্থ প্রেরণ করা সম্ভব হচ্ছে।

৩.৫) ২০০৭ সাল থেকে মেডিটেশনের মাধ্যমে বন্দিদের সুশৃঙ্খল হওয়া, আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধিতে সহায়তা করা হচ্ছে।

৩.৬) ২০০৭ সাল থেকে প্রতিমাসে একবার বন্দিদের অভিযোগ/মতামত শোনার জন্য কারাবন্দিদের উপস্থিতিতে দরবার এর আয়োজন হয়।

৩.৭) ২০১৭ সাল থেকে বন্দিদের জন্য সুপেয় ঠান্ডা পানি সরবরাহের উদ্দেশ্যে কিছু কারাগারে ওয়াটারকুলার স্থাপন করা হয়েছে।

৩.৮) সপ্তাহে সোমবার ও বৃহস্পতিবার কারা মহাপরিদর্শক এর সাথে সকল শ্রেণির কর্মকর্তা-কর্মচারীর অভিযোগ/অনুযোগ শ্রবণ ও সমাধানে তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৩.৯) কারা কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সুবিধার্থে অধিদপ্তর ভবনের প্রতি তলায় পানির ফিল্টার স্থাপন করা হয়েছে।

৩.১০) কারা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য ৩কাঠা ও ৫ কাঠা বিশিষ্ট প্লটের আবাসন প্রকল্প চালু করা হয়েছে।

৩.১১) নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে কারা অধিদপ্তরে Turned Style Access Control গেট স্থাপন করা হয়েছে।

৩.১২) কারা কর্মকর্তা-কর্মচারী ও বন্দিদের শারীরিক ও মানসিক উৎকর্ষ সাধনে কারাভ্যন্তরে খেলাধুলার আয়োজন এবং জাতীয় পর্যায়ে অংশ গ্রহণ করে।

৩.১৩) বন্দিদের শারীরিক উৎকর্ষ সাধনে কারাভ্যন্তরে শরীর চর্চার আয়োজন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

৩.১৪) বন্দিদের মানসিক বিষন্নতা দূরীকরণের জন্য কারাভ্যন্তরে বিনোদন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

৩.১৫) বন্দিদের মাঝে মাদকবিরোধী প্রচারণা পরিচালনাসহ মাদকাসক্ত বন্দিদের কাউন্সিলিংকরা হয়।

৩.১৬) বন্দিদের পড়াশোনা, মানসিক উৎকর্ষ সাধনে কারাভ্যন্তরে পাঠাগার স্থাপন করা হয়েছে।

৩.১৭) কারাভ্যন্তরে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা রক্ষার সুবিধার্থে ডাস্টবিন স্থাপন করা হয়েছে।

৩.১৮) কারাভ্যন্তরে নিরক্ষর বন্দিদের মৌলিক ও ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

মোঃ আবদুল কাদির
উপসচিব
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৩.১৯) কারাভ্যন্তরে নিরক্ষর বন্দিদের স্বাক্ষরজ্ঞান প্রদান করা হয়েছে।

৩.২০) মহিলা বন্দিদের জন্য সেলাই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা হয়েছে।

৩.২১) পুরুষ বন্দিদের ইলেকট্রিক ও ইলেকট্রনিক বিষয়ে প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে।

৩.২২) বন্দিদের সাথে আত্মীয়-স্বজনের সাক্ষাতকক্ষে পর্যাপ্ত বসার স্থান এবং ফ্যানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

৩.২৩) দরিদ্র, অসহায় ও অস্বচ্ছল বন্দিদের আইন সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

৩.২৪) বন্দিদের সাথে সাক্ষাতপ্রার্থী আত্মীয়-স্বজনের জন্য টয়লেটের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

৩.২৫) কারারক্ষীদের জন্য বিভিন্নরকম ক্রীড়া সামগ্রী প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

৩.২৬) সেবা গ্রহণের সুবিধার্থে তথ্য ও সেবাকেন্দ্র চালু করা হয়েছে।

৩.২৭) কারাগারে আটক কয়েদি বন্দিদের শ্রমে উৎপাদিত পণ্য সামগ্রীর বিক্রয়লব্ধ অর্থ হতে ৫০% লভ্যাংশ সংশ্লিষ্ট কয়েদি বন্দিদেরকে পারিশ্রমিক হিসেবে প্রদান করা হচ্ছে। এ যাবৎ মোট ২২৪৮৮ জন কয়েদি বন্দিদেরকে ৬৪৫০৮১৯ টাকা প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে ২৭টি কেন্দ্রীয় /জেলা কারাগারে সংশ্লিষ্ট কয়েদি বন্দিদের পারিশ্রমিক প্রদান করা হচ্ছে। অন্যান্য কারাগারে উৎপাদন সম্প্রসারণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৩.২৮) দেশের প্রতিটি কারাগারে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে বর্তমানে ৩৪টি ডাবল ফেইজ লাইন বিদ্যুৎ সংযোগ রয়েছে, ১৩টি কারাগারে কার্যক্রম চলমান ও ২১টি কারাগারে ডাবল ফেইজ বিদ্যুৎ সংযোজনের কার্যক্রম শীগ্রই শুরু করা হবে।

৩.২৯) বন্দিদের তথ্য-উপাত্ত সংরক্ষণ এবং একাধিক বার কারাগারে প্রবেশকারী বন্দিদের সহজেই সনাক্ত করা ও বন্দি মুক্তি প্রদান প্রক্রিয়া সহজতর করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

৩.৩০) কারাভ্যন্তরে মায়ের সাথে থাকা শিশুদের জন্য ডে-কেয়ার সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

৪. মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর:

৪.১) মাদক অপরাধ, মাদকাসক্তের চিকিৎসা এবং অধিদপ্তরের কার্যক্রম সর্ম্পকে কোন পরার্মশ/অভিযোগ/মতামত প্রদানে নিশ্চিতকল্পে ডিএনসিতে হটলাইন(+৮৮০ ১৯০৮-৮৮৮ ৮৮৮) চালু করা হয়েছে।

৪.২) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের এডিকশন প্রফেশনালগণ বেসরকারি নিরাময় কেন্দ্রে মাদকাসক্তি চিকিৎসায় নিয়োজিতদের জন্য ইকো প্রশিক্ষণ চালু করেছে। পাশাপাশি নিজস্ব কর্মকর্তাদের মাদকাসক্তি নিরাময় চিকিৎসা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান দেওয়ার জন্য এই প্রশিক্ষণ চালু করা হয়েছে। Colombo Plan International Centre for Certification and Education of Addiction Professionals (ICCE) এর ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশে মাদকাসক্তদের চিকিৎসায় নিয়োজিত চিকিৎসক, মনোচিকিৎসক ও কাউন্সিলর এরূপ ১৪ জন ব্যক্তিকে ৯টি কারিকুলামের উপর বিদেশে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মাস্টার ট্রেইনারগণ মাদকাসক্তদের

মোঃ আবদুল কাদির
উপসচিব
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

চিকিৎসায় নিয়োজিতদের ইকো প্রশিক্ষণ দিচ্ছে এবং ২০১৫ হতে সেপ্টেম্ব ২০২০ পর্যন্ত মোট ১৬২৩ জনকে এ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৪.৩) মাদকবিরোধী প্রচারের নতুন সংযোজন কিয়স্ক ডিসপ্লে ডিভাইস যা একটি এলইডি ডিসপ্লে যন্ত্রাংশ মাধ্যমে সার্বক্ষণিক মাদকবিরোধী বিভিন্ন শ্লোগান, টিভিসি, শর্টফিল্ম, নাটক-নাটিকা, ডকুড্রামা, থিম সং ইত্যাদি এবং সরকারের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম প্রচার করা হচ্ছে।

৪.৪) Billboard এর মাধ্যমে সার্বক্ষণিক মাদকবিরোধী বিভিন্ন শ্লোগান, টিভিসি, শর্টফিল্ম, নাটক-নাটিকা, ডকুড্রামা, থিম সং এবং সরকারের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম প্রচার করা হচ্ছে।

৪.৫) মাদকের ভয়াবহ আগ্রাসন থেকে স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে মানবদেহে মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব ও মাদকবিরোধী স্লোগানসহ আকর্ষনীয় ও দৃষ্টিনন্দন ২,৩৯,০০০টি জ্যামিতি বক্স ও স্কেল প্রস্তুত করা হয়েছে, যা শিক্ষার্থীদের মাঝে বিতরণ করা হচ্ছে।

৪.৬) মাদকের ভয়াবহতা রোধে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে **"মানবদেহে মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব" সম্বলিত** ৪০,০০০ ফেস্টুন এবং ২৬,৫০০টি PVC Ambushed poster বিতরণ করা হয়েছে।

৪.৭) মাদকের ভয়াবহ আগ্রাসন থেকে স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে মানবদেহে মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব সম্বলিত মাদকবিরোধী স্লোগানসহ আকর্ষনীয় ও দৃষ্টিনন্দন ২,৫০,০০০ Lenticular flipping ruler শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আয়োজিত মাদকবিরোধী সমাবেশ এবং সভায় উপস্থিত শিক্ষার্থীদের মাঝে বিতরণ করা হচ্ছে।

৪.৮) মাদকবিরোধী কার্যক্রম গতিশীল ও জোরদার করার লক্ষ্যে প্রত্যেক উপজেলায় ১০ সদস্য বিশিষ্ট ভলান্টিয়ার টিম গঠন করার উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে।

৪.৯) মাদক সংক্রান্ত অপরাধ ও মাদকবিরোধী সচেতনতামূলক কর্মকান্ড সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম যেমন ফেইসবুক পেইজ এবং ফেইসবুক লাইভ-এ প্রতিদিন আপলোড করা হয়।

৪.১০) ২৪টি মাদকবিরোধী টিভিসি, নাটক-নাটিকা, ডকুড্রামা, শর্ট ফ্লিম, প্রামান্যচিত্র ও ০১টি মাদকবিরোধী থিম সং তৈরি করা হয়েছে।

৪.১১) মাদকাসক্ত কারাবন্দিদেরকে মাদকের কুফল সম্পর্কে ১৮৫টি সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।

৪.১২) সরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের পাশাপাশি বেসরকারিভাবে মাদকাসক্তদের চিকিৎসা সেবা পরিধি বৃদ্ধি করে সেপ্টেম্বর ২০২০ পর্যন্ত মোট ৩৫০টি বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে।

৪.১৩) অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সাথে বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের মালিক/প্রতিনিধিদের সাথে নিয়মিত মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়।

মোঃ আবদুল কাদির
উপসচিব
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৪.১৪) বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র গুলোর কার্যক্রম আরো স্বচ্ছতা ও জবাবদিহীতা নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র গুলোর জন্য সরকারি অনুদান সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০১৯ প্রণয়ন করা হয়েছে।

৪.১৫) মাদক অপরাধ উদ্ভূত অর্থ পাচার রোধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরে মানিলন্ডারিং সেল গঠন করা হয়েছে।

৪.১৬) মাঠ পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তাদের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা, জবাবদিহীতা ও গতিশীলতা নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে ফিল্ড ফোর্স লোকেটর চালু করা হয়েছে।

৪.১৭) দেশের সীমান্তবর্তী জেলা সমূহে মাদকের অবৈধ ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে নিয়মিত ভাবে অস্থায়ী চেক পোস্ট স্থাপন করে তল্লাশী করা হয়ে থাকে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে এ ধরনের ৪২৯টি অস্থায়ী চেক পোস্টের মাধ্যমে মাদকবিরোধী কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।

৪.১৮) সরকারি চাকরিতে প্রবেশের পূর্বে ডোপ টেস্ট চালুর নিমিত্ত ডোপ টেস্ট নীতিমালা প্রণয়নের কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।

৪.১৯) বর্তমান প্রজন্মকে মাদকের অভিশাপ থেকে মুক্ত রাখার প্রয়াসে ৩০,৯০২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী কমিটি গঠন করা হয়েছে।

৪.২০) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরে কমরত কমকর্তা-কমচারীদের দাপ্তরিক কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ শ্রেষ্ঠ কর্মী মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে।

৫. ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর:

৫.১) করোনা ভাইরাস প্রতিরোধের অংশ হিসেবে এ অধিদপ্তর ৭টি পানিবাহী গাড়ি দ্বারা ঢাকার গুরুত্বপূর্ণ স্থানে এবং সকল বিভাগীয় দপ্তরের ২টি করে পানিবাহী গাড়ি ও প্রত্যেক জেলা সদরের ১টি করে পানিবাহী গাড়ি দ্বারা শহর এলাকায় পানিমিশ্রিত জীবাণুনাশক ছিটানো কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

৫.২) অগ্নিদুর্ঘটনাসহ সকল জরুরি পরিস্থিতিতে সাড়াদানের সক্ষমতা অক্ষুন্ন রেখে ২৮ মার্চ ২০২০ তারিখ হতে কিছুটা পরিবর্তিত আঙ্গিকে সকল ফায়ার স্টেশনের ২য় কল (পানিবাহী গাড়ি নয়) গাড়িতে পানির ট্যাংক স্থাপন করে শহর ও নগরের রাস্তাঘাট এবং আবাসিক এলাকায় পানির সাথে জীবাণুনাশক ছিটানো কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে;

৫.৩) জাতীয় জরুরি সেবা কেন্দ্র "৯৯৯" এর মাধ্যমে অ্যাম্বুলেন্স সেবা নিশ্চিতকরা সহ যে কোন প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগে তাৎক্ষণিক সাড়া প্রদান করা হচ্ছে।

৫.৪) করোনা পরিস্থিতিতে ঢাকা জেলা বাদে মোট ৫৬টি স্পটে টহল ইউনিট মোতায়েন আছে। তাছাড়া, ঈদ-পার্বনে আরো ১৮টি টহল ইউনিট বহরের সাথে যুক্ত হয় যারা দুর্যোগে কাজ করার পাশাপাশি বিভিন্ন সড়ক ও নৌ টার্মিনালে গাড়ির গতিবেগ সীমিত রাখার জন্য প্রচার-প্রচারণা চালানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

মোঃ আবদুল কাদির
উপসচিব
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৫.৫) দুর্যোগ মোকাবিলার প্রস্তুতি হিসেবে ৬২০০০ কমিউনিটি ভলান্টিয়ার তৈরিকরণে কাজ শুরু করে। ২০১৮ সালে ২৩০ জনসহ এ পর্যন্ত মোট ৪০৭১২ জন এলাকা ভিত্তিক কমিউনিটি ভলান্টিয়ার রেজিস্ট্রেশন করে মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৫.৬) বৈশ্বিক করোনা পরিস্থিতিতে মানবতার ডাকে সাড়া দিয়ে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স বিশেষভাবে সজ্জিত অ্যাম্বুলেন্স যোগে রোগী পরিবহন করা হচ্ছে।

৫.৭) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স নিজ অ্যাম্বুলেন্স যোগে হাসপাতালে স্থানান্তর করেছে। এছাড়া ফায়ার সার্ভিস কর্তৃক রোহিঙ্গা ক্যাম্পে বসবাসকারী ৩১১০ জন শরণার্থীকে দুর্যোগ প্রতিরোধে করণীয় বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৫.৮) সাম্প্রতিক সময়ে দেশের উত্তরাঞ্চলে সংগঠিত আগাম বন্যায় কুড়িগ্রাম, নীলফামারী, লালমনিরহাট, মৌলভীবাজার, সিরাজগঞ্জ, জামালপুরসহ বেশ কয়েকটি জেলার বিস্তীর্ণ এলাকার সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণের সহযোগিতায় অধিদপ্তরের স্থানীয় ইউনিট ও ওয়াটার রেসকিউ ইউনিট সমন্বিতভাবে উপদ্রুত এলাকায় উদ্ধার কাজ পরিচালনার পাশাপাশি বিশুদ্ধ পানি, পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট ও ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করে।

মোঃ আবদুল কাদির
উপসচিব
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়